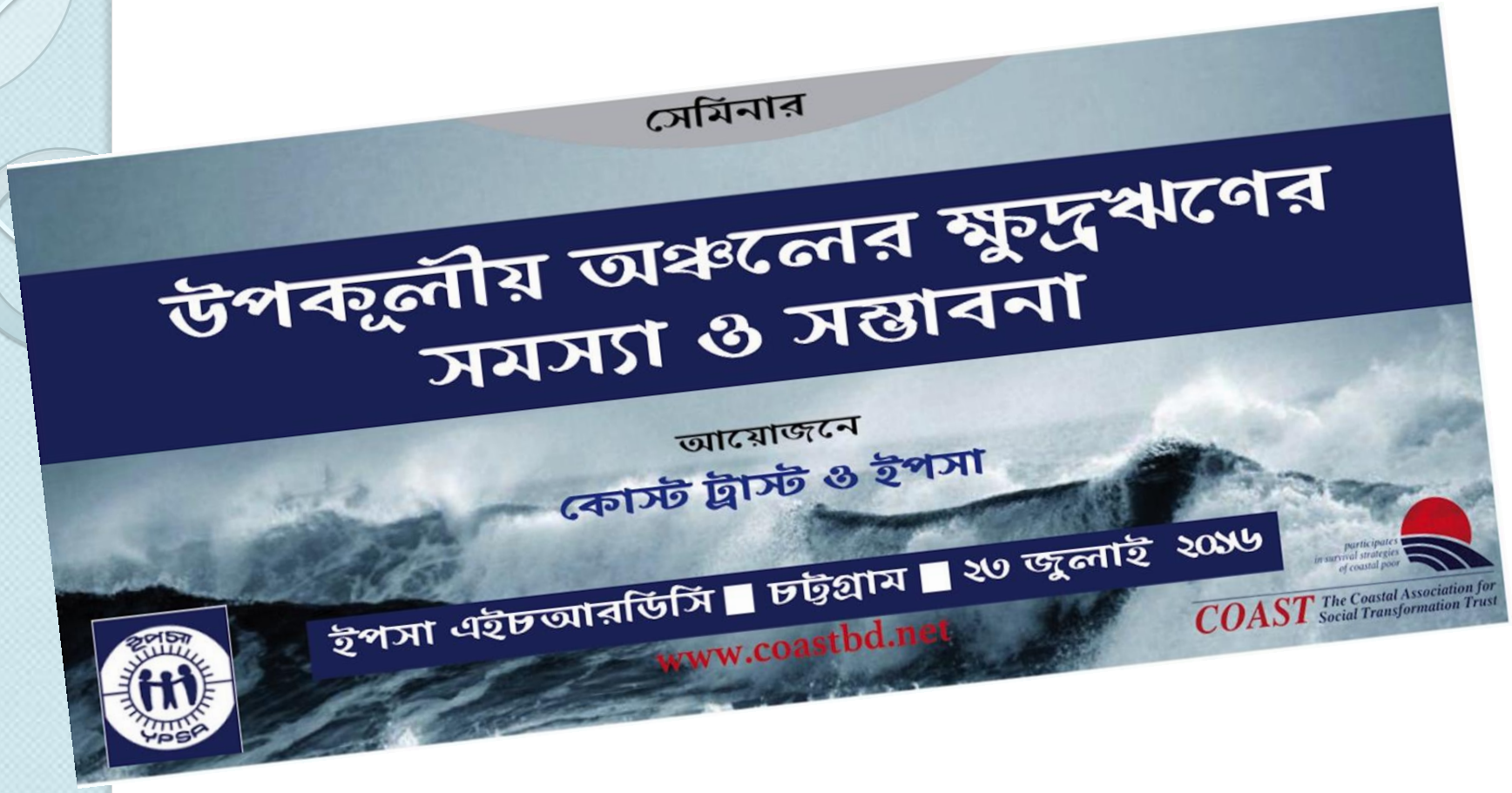

উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সমস্যা ও সম্ভাবনা

উপকূল অঞ্চল: সাধারণত নদী বা সমুদ্রের সাথে মূল ভূমির সংযোগ স্থল বা ভূ-ভাগই হল উপকূলীয় অঞ্চল।

সমুদ্রের লবণাক্ত পানি বিভিন্ন নদ-নদীর মাধ্যমে দেশের যে সমস্ত ভূ-ভাগকে স্পর্শ করেছে সেসকল ভূ-ভাগই সামুদ্রিক উপকূলীয় অঞ্চল।

বাংলাদেশের ১৯টি জেলার প্রায় ১৪৭টি উপজেলা নিয়ে গঠিত উপকূলীয় অঞ্চল।

১২টি জেলার ৪৮টি উপজেলা সরাসরি সামুদ্রিক উপকূলীয় অঞ্চল ।

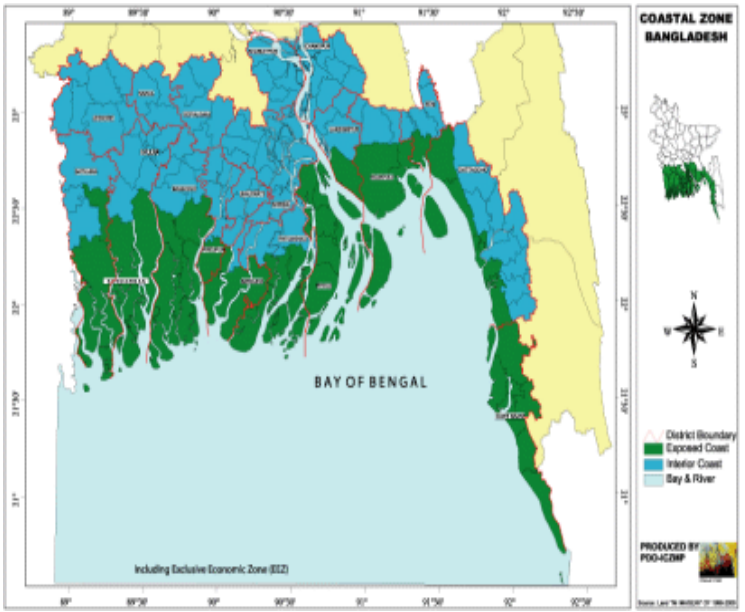

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর সমুদ্র উপকূলীয় তটরেখা প্রায় ৭১০ বর্গকিলোমিটার।

এই তটরেখাকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	অঞ্চল সমুহ	জেলা সমুহ
১	পূর্বাঞ্চল	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষীপুর
২	উপকূলীয় মধ্যাঞ্চল	বরিশাল, বরগুনা ও নোয়াখালী
৩	পশ্চিমাঞ্চল	খুলনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী

বিগত একশত বৎসরে সমুদ্রের উচ্চতা ০.৫ মিটারের উপর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কুতুবদিয়ার প্রায় ১৬২ বর্গকিলোমিটার, ভোলার ১৪৭ বর্গকিলোমিটার ও স্বন্দীপের প্রায় ১১৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে ।

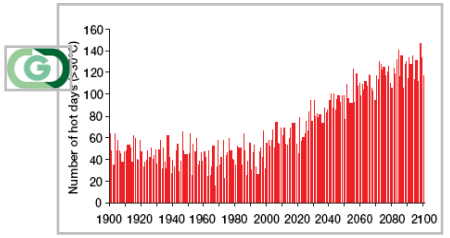

Hasumi & Emori, 2004

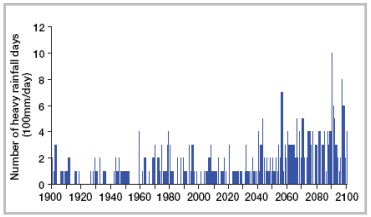

নোয়াখালী উপকূলে প্রায় ৫২,০০০ হেক্টর নতুন চর জেগেছে।

ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকা

- চট্টগ্রাম বিভাগের

হাতিয়া, নিঝুমদ্বীপ, সুবর্ণচর, কর্ণফুলী, আনোয়ারা, বাঁশখালী
চকরিয়া, উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালী, কুতুবদিয়া।

- সাতক্ষীরা জেলার

শ্যামনগর, আশাশুনি, দেবহাটা, তালা, পাটকেলঘাটা ও কপিলমুনি।

- খুলনা ও বাগেরহাট জেলার মধ্যে

ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, দাকোপ, মংলা, ফকিরহাট, মোল্লারহাট, রূপসা, শ
রণখোলা।

- বরিশাল বিভাগের প্রায় সব জেলা ও উপজেলা।

আয় দারিদ্র্য পরিমাপে উপকূলীয় অঞ্চলেই দারিদ্র্যের প্রকটতা অত্যাধিক।

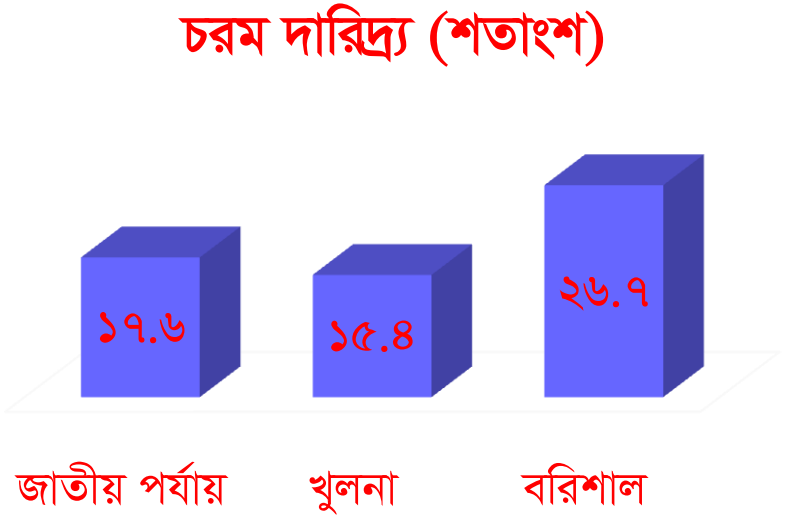

উপকূলীয় অঞ্চলের বরিশাল ও খুলনা বিভাগ বেশি নাজুক অবস্থানে আছে তথাপিও বিভিন্ন মানবিক সূচকে এই দু'টি এগিয়ে আছে।

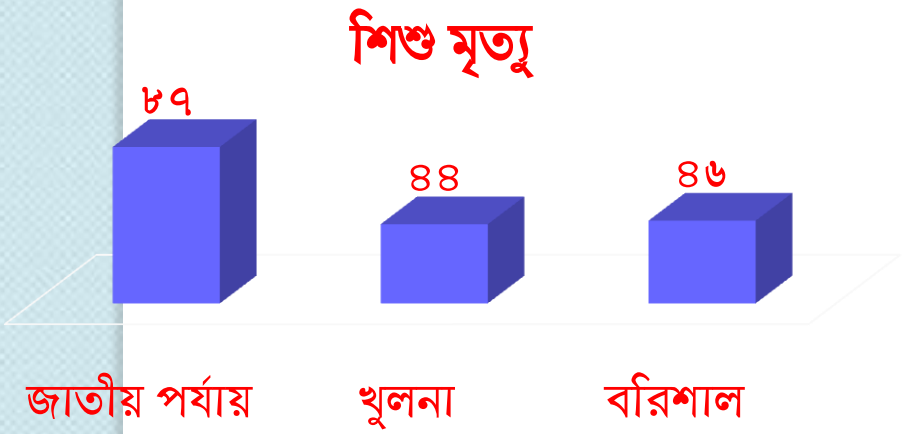

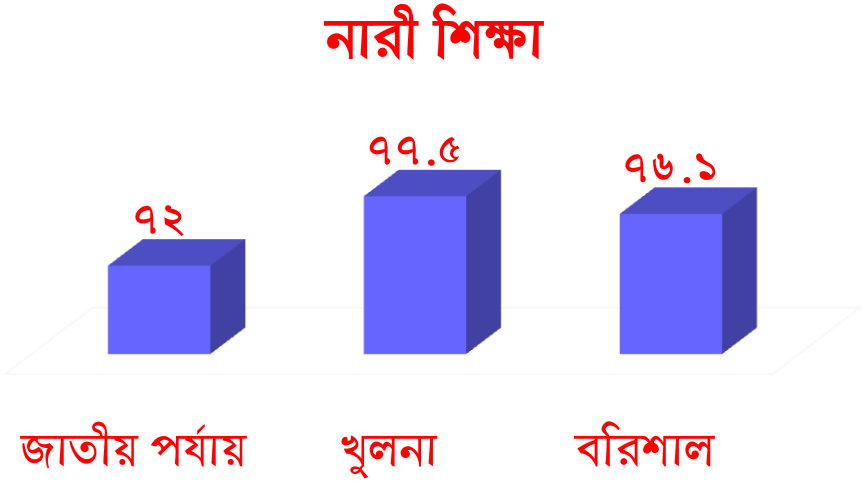

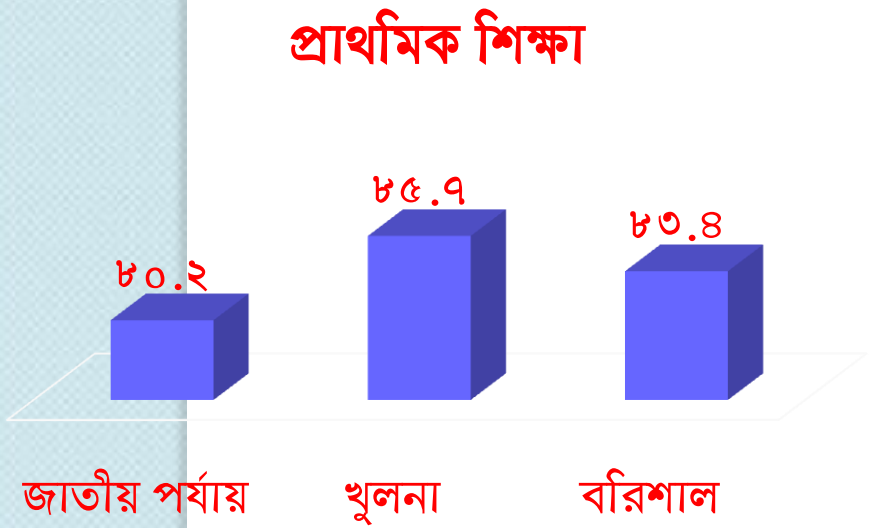

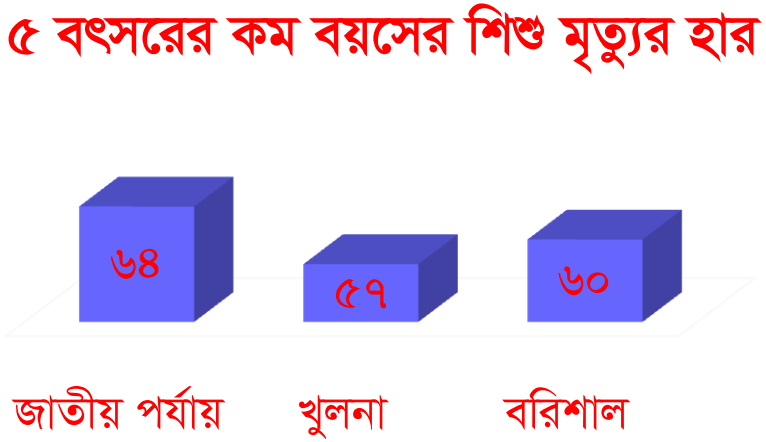

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা

- উপকূলীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় চার কোটি যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ ।
- বাংলাদেশের মোট ৩১টি Agro-ecological Zones (AEZ) এর মধ্যে ১০টি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত।
- দেশের স্থানীয় আউশ, আমন ও উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের যথাক্রমে ৪৮, ৪০ ও ২১ শতাংশ এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়।
- চিংড়ি উদপাদনের ৮৫ শতাংশ আসে উপকূলীয় অঞ্চল হতে।
- উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ইলিশ মাছের প্রধান যোগান দাতা।
- বিভিন্ন প্রকার চাল ও ডাল ২৬, ৪২ শতাংশ উপকুলে উৎপাদন হয়।

বর্তমান বিশ্বে তিন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ রয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণের ধরণ	বৈশিষ্ট্য
ধ্রুপদী (Classical Microfinance)	ধ্রুপদী ক্ষুদ্রঋণ -স্বকর্মসংস্থান ও অ-কৃষি আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।
বাণিজ্যিক ক্ষুদ্রঋণ (Commercial Microfinance)	এই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সর্বোচ্চ মুনাফা প্রাপ্তিকে প্রাধান্য দেয়।
উন্নয়নমূলক ক্ষুদ্রঋণ (Development Microfinance)	প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, দরিদ্র মানুষ বা যারা ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত তাদের জন্য তাদের উপযোগী আর্থিক সেবা প্রদান।টেকসহি দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে দারিদ্র্যের অন্যান্য উপসর্গ যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সমগুরুত্ব দিয়ে তাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত করে।

২০১৩ সালের পরিসংখ্যান হতে জানা জানা যায়, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সারাদেশে প্রায় ১৮,২৬৬টি শাখার মাধ্যমে ৩.৩৬ কোটি অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করেছে ।

ক্ষুদ্রঋণের এক নজরে চিত্র

সদস্য	৩.৩৬ কোটি
ঋণী সদস্য	২.৬৭ কোটি
ঋনী	৮০ শতাংশ
মোট ঋণস্থিতি	৩৬৫.৭৮ বিলিয়ন টাকা
মোট সঞ্চয় স্থিতি	১৯৯.৯৮ বিলিয়ন টাকা
গড় ঋণস্থিতি	১৩,৬৯২ টাকা
সদস্য প্রতি সঞ্চয় স্থিতি	৫,৯৩৭ টাকা

১৩টি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় যার মধ্যে ৩টি বৃহৎ সংস্থা ৪টি মাঝারি সংস্থা এবং ৬টি ছোট সংস্থা, যাদের উপকূলীয় ও উপকূলীয় চরাঞ্চলে কাজের বিস্তৃতি রয়েছে।

সর্বমোট ১২৯০টি শাখার	৩০ শতাংশ উপকূলীয়
৩টি বৃহৎ সংস্থা	১১ শতাংশ উপকূলীয়
৪টি মাঝারি সংস্থা	৭২ শতাংশ উপকূলীয়
৬টি ছোট সংস্থা	৮৩ শতাংশ উপকূলীয়

ক্ষুদ্রঋণের অবস্থান (InM ,CDF ও MRA) গবেষনা মতে

- ২০১২ সালের জাতীয় প্রবৃ×তে ক্ষুদ্রঋণের অবদান ৫.৭ থেকে ৭.৮৫ শতাংশ।
- বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো বৎসরে প্রায় ১.০০ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন করে থাকে।
- ১৫.৬ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান চরাঞ্চল, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলে আছে, যার মধ্যে মাত্র ১.৬৫ শতাংশ চরাঞ্চলে কর্মরত।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ৪৩ শতাংশ ঢাকা বিভাগে ও মাত্র ৬ শতাংশ অতি উপকূলীয় বিভাগ বরিশালে কাজ করে।
- মোট ঋণগ্রহীতাদের প্রায় ৭.২১ শতাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা যাদের প্রায় ৫০ শতাংশের উপর ‘ক্ষুদ্র ব্যবসা’ আছে।

তারতম্য

জাতীয় পর্যায়	উপকূলীয় পর্যায়
ঋণ গ্রহীতা ৮০%	ঋণ গ্রহীতা ৭৫%
গড় সঞ্চয় স্থিতি ৫৯৩৭ টাকা	গড় সঞ্চয় স্থিতি ৩৯৬৫ টাকা
কৃষি ঋণের গড় ঋণস্থিতি ১৪,৯৯৬ টাকা	কৃষি ঋণের গড় ঋণস্থিতি ১৪,১৯৭ টাকা
অতি দরিদ্র গড় ঋণস্থিতি ৬৯৩০ টাকা	অতি দরিদ্র গড় ঋণস্থিতি ৮,১৫৯ টাকা

উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণের সম্ভাবনা

জাতীয় পর্যায়	উপকূলীয় পর্যায়
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণগ্রহীতা ৭.২১ শতাংশ	ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণগ্রহীতা ৯ শতাংশ
ঋণস্থিতি সর্বাধিক ৪১,৯৫০ টাকা	ঋণস্থিতি সর্বাধিক ৫০৪৭০ টাকা

ঝুঁকি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে অতি উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ঋণ বিনিয়োগের সুযোগ অনেক বেশি।

উপকূলীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্টানের ঝুকি সমুহঃ

- জলবায়ু পরিবর্তন আগামী দিনের উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও ক্ষুদ্রঋণের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

- জলবায়ুর পরিবর্তন উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততার প্রবণতা বাড়াবে।

- তহবিল সল্পতা ।

- ফসল পঞ্জিকার সার্বক্ষণিক পরিবর্তন ঘটবে ফলে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে।

- সঞ্চয়ের হার কম।

- ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের অন্যতম আয়ের উৎস কৃষি এবং কৃষির উপখাত সমুহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- ঋণ আদায় কমে আসবে।

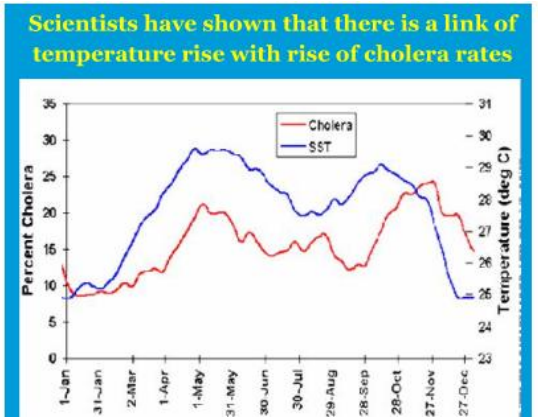

- নদী ভাঙনের মাত্রা বেড়ে যাবে।

- ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাগণ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাদের জীবন-জীবিকার খাপ-খাওয়াতে পারবে না।

সুপারিশ সমুহ

- আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে কর্মরত সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ফোরাম গঠন করা।
- সরকারের সাথে সম্পৃক্ত থেকে Policy Advocacy তে কাজ করতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থায়ী ও কার্যকর রূপ দেয়ার লক্ষ্যে নানা নীতিমালা শিথিল করতে হবে।

- ভূমি সংস্কার ও ভূমি মালিকানা ঠিক করতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- 'Fit for all' নীতিমালা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে (যেমন সুদের হার, সঞ্চয়, সংরক্ষিত তহবিল ইত্যাদি) ।
- দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা সহজ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

- সিআইবি গঠন করা।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গুলিকে ব্যাংকে রুপান্তরিত করা।
- আগামীতে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর জন্য হয়তো পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।

ধন্যবাদ